স্বাধীনতা ★ গণতন্ত্র ★ সমাজতন্ত্র

ভারতের ছাত্র ফেডারেশন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক কমিটি

৭৯/৩এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড
দীনেশ মজুমদার ভবন
কলকাতা- ৭০০০১৪

প্রেস বিবৃতি (২৭ জুলাই, ২০২৫)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্যের উচ্চশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র, দীর্ঘদিন ধরে পর্যাপ্ত স্থায়ী শিক্ষকের অভাবে ভুগছে। স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকায় ভুগতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্যাম্পাসের ডিপার্টমেন্টগুলোকে। ভুগতে হয়েছে ছাত্রদের! বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৫০ শতাংশের অধিক স্থায়ী শিক্ষক পদ ফাঁকা রেখে শিক্ষার পরিকাঠামোকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়েছে প্রতিদিন! যেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষকের আসনসংখ্যা ৮৩৫, সেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষক রয়েছে বর্তমানে ৩৯৬ জন। যেখানে প্রতি ১৫ জন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক থাকা আবশ্যক, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত বেড়েছে দিনের পর দিন! একাধিক বিভাগে শিক্ষকের অভাব এতটাই প্রকট যে সিলেবাস শেষ করতেও হিমশিম খেতে হয়েছে। এই সংকট নতুন নয়। বছরের পর বছর ধরে নিয়মিত ক্লাস হয় না, স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ চালু ছিল, কিন্তু তা স্থায়ী সমাধান নয়। এর বিরুদ্ধে SFI কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক কমিটি ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনে নেমেছে। ছাত্রসমাজের দাবি হয়ে উঠেছে আমাদের নিত্যদিনের স্লোগান। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, আমরা এই সংকটজনক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই 'বিকল্প ক্লাসরুম- হ্যাশট্যাগ রিবুট' কর্মসূচির মাধ্যমে। ছয়মাসের সিলেবাস তিনমাসের কমে কোনো রকমে পড়িয়ে সেমিস্টার! টপিক গুচ্ছ গুচ্ছ, পর্যাপ্ত টিচার নেই। সেমিস্টারের আগে সমস্ত ক্লাসরুম থেকে ক্লাসরুমে ছাত্রদের সাথে আড্ডার ছলে Group Discussion কিংবা Interractive Session সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম আমরা। সিনিয়র ব্যাচের মেধাবী ছাত্ররা জুনিয়র ব্যাচে গিয়ে অল্টারনেটিভ ক্লাসরুম চালু করেছিল। আমরা পরিষ্কারভাবে বলেছিলাম — এই সংকটের একমাত্র সমাধান হল স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ। কোনও ঠিকা প্রথা, কোনও গেস্ট লেকচারার দিয়ে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। শিক্ষার মান রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন পূর্ণকালীন, স্থায়ী শিক্ষকের।আমাদের লাগাতার আন্দোলনের চাপে অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সংস্থা সিন্ডিকেট বৈঠকে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব পাশ করতে। এই সিদ্ধান্ত SFI-সহ সমগ্র ছাত্রসমাজের দীর্ঘ লড়াই আন্দোলনের ফসল! আমরা, SFI কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক কমিটি, কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। একই সঙ্গে এও জানিয়ে রাখার — নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলবে। আর বিলম্ব নয়, পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। এই লড়াই শুধুই SFI-এর নয়, এই লড়াই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীর, যারা ক্যাম্পাসে রোজ উদ্ভাবনের স্বপ্ন বোনে। যারা পড়াশোনার মাধ্যমে পচে যাওয়া সিস্টেমকে পুনরুদ্ধার করতে চায় রোজ!

প্রিয়াঙ্কা ঘোষ
সভাপতি, SFI CALCUTTA UNIVERSITY

অমিত কুমার ঘোষ
সম্পাদক, SFI CALCUTTA UNIVERSITY